KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

স্বাধীনোত্তর ভারতে উদ্বাস্তু প্রবাহ : প্রসঙ্গ বাঙ্গালি উদ্বাস্তু

অরুণিমা ভট্টাচার্য
প্রাক্তনী, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ

স্বাধীন হওয়ার পর ভারতে দেশভাগের ফলে হিন্দু মুসলমান ও শিখদের মধ্যে ভয়াবহ ও অবর্ণনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল যা ভারতকে প্রায় গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ভারত বিভাজন হওয়ার ফলে, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান, সিন্ধু ,পূর্ববাংলা, এই সমস্ত অঞ্চল পাকিস্তানে পড়েছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ হিন্দু শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ সমস্ত কিছু হারিয়ে নিজেদের চিরপরিচিত ভিটেমাটি ত্যাগ করে নিজেদের জমিজমা সর্বস্ব হারিয়ে ভারতে চলে আসতে থাকেন। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বহু মুসলমান সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের অত্যাচারে পাকিস্তানে চলে যায়। দেশভাগের সাথে সাথে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্বাস্তুরা ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থানীয় মানুষজন যাদের ঘৃণা আর অনাদর করেছে সরকার, সরকারি আমলারা যাদের প্রতারণা করেছে সেই উদ্বাস্তু জনতা দল অস্তিত্ব রক্ষার্থে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে ক্রমে ক্রমে এক একটি করে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তুলতে থাকে। সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হল।

সূচক শব্দ – সাম্প্রদায়িক, উদ্বাস্তু, পশ্চিমবঙ্গে, স্থানীয়, পুনর্বাসন।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতে নানা আন্তর্জাতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিল সেই ঘটনাবলীর মধ্যে প্রধান ও অন্যতম সমস্যা ছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। দেশভাগের ফলে হিন্দু মুসলমান ও শিখদের মধ্যে ভয়াবহ ও অবর্ণনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল যা ভারতকে প্রায় গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তাই অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন- "ভুললে চলবেনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একসাথে স্বাধীনতা ও গৃহযুদ্ধ চালাতে হয় নি।" ভারত বিভাজন হওয়ার ফলে, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান, সিন্ধু ,পূর্ববাংলা, এই সমস্ত অঞ্চল পাকিস্তানে পড়েছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ হিন্দু শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ সমস্ত কিছু হারিয়ে নিজেদের চিরপরিচিত ভিটেমাটি ত্যাগ করে নিজেদের জমিজমা সর্বস্ব হারিয়ে ভারতে চলে আসতে থাকেন। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বহু মুসলমান সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের অত্যাচারে পাকিস্তানে চলে যায়। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই সংখ্যালঘুদের মেরে ফেলার যজ্ঞ শুরু হয়েছিল। পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বঙ্গে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঘটেছিল একইভাবে পশ্চিমের ক্ষেত্রেও মুসলমান হিন্দু ও শিখ দের মধ্যে দাঙ্গা চলেছিল। এর ফলে যে কেবলমাত্র প্রাণহানি ঘটেছিল তা নয় ব্যাপক লুটতরাজ ও ধর্ষণ, অকথ্য অত্যাচার এইসময় ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করেছিল। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী তার "স্বাধীনতার মুখ"গ্রন্থে লিখেছেন- "স্বাধীনতার আনন্দধ্বনি মেলাবার আগে লক্ষ্য লক্ষ্য হিন্দু-

মুসলিম রণহুঙ্কার আর্তনাদ পশ্চিম সীমান্তে আকাশকে বিদীর্ণ করেছিল।" জেনারেল রিশের 50 হাজার সৈন্য, এক কোটি দিশেহারা পাঞ্জাবি উদ্বাস্তু ক্রোধ ও আতঙ্কের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল।

রিফিউজি' শব্দটির দুটি বাংলা প্রতিশব্দ আছে। একটা হলো 'শরণার্থী', যার আক্ষরিক অর্থ হলো এমন কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো ঊর্ধ্বতন শক্তির শরণ নিয়েছেন অর্থাৎ আশ্রয় এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছেন। এই শরণার্থী সম্পর্কে ১৯৫১ সালে জাতিসংঘ-কর্তৃক শরণার্থী মর্যাদাবিষয়ক সম্মেলনে অনুচ্ছেদ ১-এ সংক্ষিপ্ত আকারে 'শরণার্থী'র সংজ্ঞা তুলে ধরা হয়। একজন ব্যক্তি যদি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন ও দেখতে পান যে, তিনি জাতিগত সহিংসতা, ধর্মীয় উন্মাদনা, জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক আদর্শ, সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় তাকে ওই দেশের নাগরিকের অধিকার থেকে দূরে সরানো হচ্ছে, সেখানে ব্যাপক ভয়ভীতিকর পরিবেশ বিদ্যমান এবং রাষ্ট্র তাকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখনি তিনি শরণার্থী হিসেবে বিবেচিত হন। অন্য প্রতিশব্দটি হলো 'উদ্বাস্তু' যার মানে গৃহহীন। একটা বিশেষ অর্থে গৃহহীন কারণ বৈদিক ঐতিহ্যে সংস্কৃত 'বাস্তু' (বাড়ি) শব্দটির একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। বাংলায় প্রায়ই 'ভিটা' বা (ভিটে) শব্দের সঙ্গে জুড়ে উলেস্নখ করা হয়। এই ভিটার সঙ্গে আবার সংস্কৃত 'ভিত্তি' শব্দটির (যার মানে হলো ভিত) যোগ আছে। এই ভিত বা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আবার পূর্বপুরুষ অর্থাৎ পুরুষানুক্রমিক বংশধারার একটা যোগ আছে। সুতরাং 'বাস্তুভিটা' শব্দটি দেখিয়ে দেয় বাড়ির ভিত্তি বলতে যা বোঝায়, তার সঙ্গে কতটা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে পিতৃশাসিত বংশানুক্রমিক। কারণ স্থায়ী বাড়ি হলো তার ভিত্তি। উদ্বাস্তু মানেই সেই ভিত বা ভিত্তি থেকে চ্যুত হওয়া।

তার পরবর্তীকালেযেই সমস্ত হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে ধর্মত্যাগের ভয় বা প্রাণ রক্ষার্থে আশ্রয় নিয়েছিল তারা মূলত সীমান্ত অঞ্চল পেরিয়ে পশ্চিমবাংলার ভূখণ্ডে চোরের মত প্রাণ হাতে করে নিয়ে প্রবেশ করেছিল। ছিন্নমূল নিজেদের পিতৃ-পুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে শৈশবের খেলার মাঠ স্কুল তাদের প্রিয় জনবন্ধু স্বজনকে ত্যাগ করে বাংলায় ছুটে এসেছিলেন সব হারানোর যন্ত্রণা নির্যাতনের নিষ্ঠুরতা অভিজ্ঞতা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে। নিজেদের প্রিয়জনদের মৃত অবস্থায় দেখে বা গুলিবিদ্ধ দেখে নিজেদের আবেগকে সরিয়ে রেখে কঠিন পাথরে পরিণত হয়েছেন এইসব মানুষজন। যে দেশে তারা বড় হয়েছিল যে জমির ফসলের তাদের জন্মগত অধিকার ছিল যে দেশের মাটি তাদের মাতৃ সমান ছিল সেই দেশে তারা পরবাসী তে পরিণত হয়েছিল। সালাম আজাদ তাঁর লেখা " হিন্দু সম্প্রদায় কেন বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে" নামক পুস্তকের ভূমিকায় নিজে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় তার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিশ্বজিৎ রায় নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনায় চলে আসায় সালাম আজাদ নিজের বন্ধু বিচ্ছেদের কথা বর্ণনা করেছেন। সালাম আজাদের ওই ভূমিকা পড়লেই বোঝা যায় বন্ধু বিচ্ছেদ কতখানি বেদনাদায়ক। উদ্বাস্তু ব্যাক্তিদের কেবলমাত্র সম্বল ছিল তাদের স্মৃতি। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত একজন বৃদ্ধা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন- "অহন রাত্রে স্বপ্নদ্যাহি দেশের বাড়ি নদীরে গাঙ কইত। আমরা গাঙে স্নান করতে যাইতাম,কত্ত কিসু মনে পড়ে হায় কপাল!" দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা ফরিদপুর থেকে চলে আসা উদ্বাস্তু শান্তি রঞ্জন গুহর কথায়-" দেশে চার বিঘা জমিতে চারটি ঘর দুইডা পুকুর ছিল। একটা পুকুরের চাইর পাড় বান্ধানো। গ্রামে কারো বিয়া -শাদি হইলে ওই পুকুরে থিক্যা মাছ নিয়া যাইতো, অন্য পুকুরটা নদীর সাথে জোড়া ছিল, কত রকমের যে মাছ সেখানে"

দেশভাগের সাথে সাথে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্বাস্তুরা ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশভাগের সমসাময়িক ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তু আগমনের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে আলোচনা করা হল।

জনসংখ্যা	উদ্বাস্তু সংখ্যা
পাঞ্জাব	৩২,৩১,৯৮১ জন
পশ্চিমবঙ্গ	২০,৯৯,০৭১জন

উত্তর প্রদেশ	৮,৮০,২৭০ জন
বোম্বাইপ্রদেশ	৩,৩৮,০৯৬জন
আসাম	২,৭৪,৪৫৫জন
মধ্যপ্রদেশ	১,১২,৭৭১জন
বিহার	৭৭,৫৫২ জন
ওড়িশা	২০,০৩৯জন
মাদ্রাজ	৮,৯২৯জন

পরিসংখ্যানটা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে যখন দেশভাগ হয়েছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঞ্জাবে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বেশি ছিল কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পাঞ্জাব অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের চাপ অনেক বেশি, কারণ পাঞ্জাবের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ অনেক ছোট প্রদেশ দ্বিতীয়তঃ লোক বিনিময় এর ফলে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা বেশি লাভবান হয়েছিল। ১৯৪৭-১৯৭১সাল পর্যন্ত অনবরত পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গে আসেন মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষরা ত্রিপুরা, আসাম অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে বেশি আশ্রয় নিয়ে ছিলেন ১৯৪৯ সাল নাগাদ পূর্ব বাংলার ৭০ হাজার মানুষ নানা আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নেন। ১৯৫৯সাল প্রায় এক লক্ষ সাতাশ হাজার মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আসেন। তার ৩৬ হাজার জন মানুষ আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নেন। এত মানুষ আসার ফলে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া তেমন কার্যকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ১৯৫৪ সালের মধ্যে পূর্ববাংলার ২৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৬০১ জন উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলায় এসেছিলেন। যার মধ্যে চার লক্ষ ৮৫৫০ জনকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। ১৯৬৫ সালে যখন পূর্বপাকিস্তানে ব্যাপক দাঙ্গা বহু ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবার অসহায় অবস্থায় পশ্চিমবাংলায় আসেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু বাংলাদেশি শরণার্থী আশ্রয় শিবির গুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল।
১৯৫১-১৯৭১ সাল পর্যন্ত যে সংখ্যক শরণার্থী পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় এসেছিল তার পরিসংখ্যান নিম্নে আলোচনা করা হল।

বছর	মোট জনসংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু	মোট জনসংখ্যার তুলনায় উদ্বাস্তুর শতাংশ
১৯৫১	২৬২৯৯৯৮০	২১০৪২৪১	৮%
১৯৬১	৩৪৯২৬২৭৯	৩০৬৮৭৫০	৮.৭৮%
১৯৭১	৪৪৩১২০১১	৪২৯৩০০০	৯.৬৮%

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এরাজ্যে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে।

দেশভাগের সময় মূলত বাংলায় এ প্রক্রিয়াটি অনেক জটিল ছিল কারণ ১৯৪৭-১৯৪৮ সালে মূলত প্রতিপত্তিশালী হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করেছিলেন যারা মূলত এখানে এসে জমির মালিক বা মধ্যবিত্ত হিন্দু যারা সম্পত্তি বা চাকরি- বিনিময় ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুদের দেশ ত্যাগের জন্য নিচুতলার হিন্দুরা ক্রমে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছিল ফলে এরাও পূর্ববঙ্গ নিজেদের নিরাপদ মনে করেনি। তাদের ওপর অত্যাচার অথবা তাদের বাড়ি নারীদের যদি সম্মানহানি হয় সে ভয়ে তারাও বাংলায় চলে আসে। এরা মূলত ভূমিহীন কৃষক ,মজুর, তাঁতি, কুমোর, কামার এদের এ বাংলায় স্থান হয়েছিল বিভিন্ন রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, ভাঙ্গা মন্দির, মিলিটারিদের পরিত্যক্ত চাওনি, কখনো বা মনুষ্য বসবাসের দুর্গম অঞ্চলে। এই সমস্ত উদ্বাস্তুরা রেলের জমি দখল করে বসলো তার সাথে শহরের ফুটপাতে হাজার হাজার কলোনি গড়ে তুলেছিল

নতুন গড়ে ওঠা সীমান্ত পেরিয়ে সদ্য স্বাধীন হওয়া পশ্চিমবঙ্গে আসার পর বেশিরভাগ উদ্বাস্তু ঠাঁই হয়েছিল কলকাতা শিয়ালদহ স্টেশনে। সেখান থেকে তারা জায়গা খুঁজে বার করতেন এবং কলকাতার উপকণ্ঠে জমি জবর দখল করে গড়ে উঠেছিল " রিফিউজি কলোনিগুলি"।

এখন যেখানে দক্ষিণ কলকাতার অতিব্যস্ত গাঙ্গুলিবাগানে বিদ্যাসাগর কলোনি এলাকা, সেখানেই মাথাগোঁজার ঠাঁই খুঁজতে গিয়ে ছিলেন চট্টগ্রাম থেকে আসা ১৮/১৯ বছরের কিশোর তেজেন্দ্র লাল দত্ত। তেজেন্দ্র লাল দত্ত কথায়-" লোকমুখে খবর পেয়েছিলাম এইদিকে নতুন নতুন কলোনি তৈরি হচ্ছে খোঁজ করতে করতে চলে আসি। মা বলে দিয়েছিল বড় রাস্তার ধারে যেন জমি না নিই- বাচ্চারা খেলাধুলা করতে রাস্তায় চলে গেলে গাড়ি চাপা পড়বে এমনটাই ধারণা ছিল মায়ের। তাই রাস্তার কিছুটা ভেতরে জায়গা নিলাম যেখানে চারপাশে ডোবা ও জলা জঙ্গল ছিল। এই বাড়ির পাশে অনেকটা ধানী জমি ছিল"।

একজন উদ্বাস্তুর কথায়-" রাস্তার দিকে কয়েকটা ঘর তৈরি হয়েছিল সেখানে ঘর তৈরি করলাম গরানের খুঁটি হোগলা পাতা চাটাই দিয়ে বেড়া ছাউনী, আর মেঝে মাটির। নিজেরা জঙ্গল কেটে সাফ করেছিলাম, তার কিছুকাল পর এখানে কলনি কমিটি তৈরি হয়েছিল। এখনতো চারপাশে কংক্রিটের জঙ্গল বোঝার উপায় নেই কি ছিল এইসব জায়গা" অনেক উদ্বাস্তুকে পরবর্তীকালে ট্রাকে করে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল। একাকী নারী ও তাদের শিশু সন্তানদের জন্য আলাদা শিবির তৈরি হয়েছিল। সরকারিভাবে এদের চিহ্নিত করা হয়েছিল পিএল বা "পার্মানেন্ট লিয়াবিলিটি" হিসাবে।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুরা নানা ভাবে প্রতারিত, প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ক্যাম্পগুলোতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল, জন্ম-মৃত্যু প্রত্যাহিক জীবন-যাপনে কোনরূপ আব্রু ছিল না। তবুও এই সমস্ত মানুষরা এদেশের মাটিতে, এদেশের জনসমাজে শেকড়ের সন্ধানে নিরন্তর নিয়োজিত ছিল, তথাপি পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা আজও মেটেনি, তাই বর্তমান আমলেও রাজ্য সরকারকে একটি পুনর্বাসন বিভাগ খুলে রাখতে হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন যাদের ঘৃণা আর অনাদর করেছে সরকার, সরকারি আমলারা যাদের প্রতারণা করেছে সেই উদ্বাস্তু জনতা দল অস্তিত্ব রক্ষার্থে ক্রমে ক্রমে এক একটি করে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তুলতে থাকে। দেশভাগ পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে এভাবে ক্রমবর্ধমানহারে উদ্বাস্তু উপনিবেশের চিত্র তুলে ধরা হলো –

জেলা	জবর দখল কলোনি	সরকারী পুনর্বাসন কলোনি	প্রাইভেট কলোনি	মোট কলোনি
কলকাতা	৯৬	×	×	৯৬
উত্তর২৪পরগনা	৪১৯	২৭২	৫০	৭৪১
দক্ষিন২৪পরগনা	৯৬	৬৮	১৩	১৭৭
নদীয়া	১১২	৬০	৪৭	২১৯
মুর্শিদাবাদ	১৪	২৭	১৫	৫৬
হাওড়া	৯১	২৩	১২	১২৬
হুগলি	১৫৯	৬৩	১৯	২৪১
বর্ধমান	১১৯	২৯	৪২	১৯০
মেদিনীপুর	২৬	৫৪	০৩	৮৩
বাঁকুড়া	৩৮	০৩	×	৪১
বীরভূম	৭৬	১৯	০১	৯৬
দার্জিলিং	৯৩	০৪	×	৯৭

জলপাইগুড়ি	১৩৭	১৪	১৮	১৬৯
কোচবিহার	৪৩	১৬	২৬	৮৫
মালদহ	১৬৬	১৫	৪২	২২৩
উত্তর দিনাজপুর	১৪৭	১২	১২	১৭১
দক্ষিণ দিনাজপুর	৯৩	×	×	৯৩
মোট	১৯২৫	৬৭৯	২৯৯	২৯০৪

উদ্বাস্তু মানুষেরা পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত কলোনি গড়ে তুলেছিল তার মোট সংখ্যা ছিল ২৯০৪ টি। এর মধ্যে সরকারি সাহায্যে গড়ে ওঠা কলোনি ছিল মাত্র ৬৭৯ টি। অর্থাৎ ৩৮% বাকি ৭৬.৬২% কলোনি উদ্বাস্তুরা নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তুলেছিল। সুতরাং সরকারি প্রতিরোধ, অসহযোগিতা, স্থানীয় মানুষদের উপেক্ষা সত্বেও উদ্বাস্তুরা নিজেদের মাথাগোঁজার স্থান করে নিয়েছিল কারণ তাদের পূর্ববঙ্গে ফিরে যাবার কোনো উপায় ছিল না। নতুন দেশে এসে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা কিভাবে মিশে গিয়েছিল তার সাক্ষী থেকেছেন দক্ষিণ কলকাতার বিবেকনগর কলোনি এলাকার বাসিন্দা দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙাল মোহিত রায়। তাঁর মতে- 'নতুন সমাজে মিশে যাওয়ার পেছনে একটি ফ্যাক্টর কাজ করেছিল সেটা হলো পড়াশুনো। প্রতিটি কলোনিতে অন্তত দুটি স্কুল ছিল, আমাদের তো পড়াশোনা করা ছাড়া জীবন সংগ্রামে জেতার অন্য কোনো উপায় ছিল না। তাই আমরা পড়াশুনা দিয়ে কাজকর্ম করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছি। তাই এলাকার নাম থেকে কলোনি শব্দটি বাদ দিয়েছি।'উদ্বাস্তুরা অনেক চেষ্টা করে, লড়াই করে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করে তাদের নিজেদের ভারতীয় হয়ে উঠতে হয়েছে, তাই উদ্বাস্তুদের বর্তমান প্রজন্ম আর বিশেষ আলোচনা করে না দেশভাগ বা মনে করতে চায়না ছিন্নমূল হয়ে আসার পরে তাদের পূর্বপুরুষদের লড়াইয়ের কথা।

আমাদের বাবা-কাকারা যা সাফার করেছে সেটা তো আমাদের করতে হয়নি, তাই বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আড্ডা গল্পে আর দেশভাগ- তারপরের লড়াইয়ের কাহিনী- এইসব খুবই কম উঠে আসে তবে হ্যাঁ দেশের বাড়ির কথা যা যা শুনেছি ইচ্ছে হয় কেমন ছিল সেটা দেখে আসার। কিন্তু সেটার সাথে কোন নাড়ীর টান বোধহয় আমাদের বয়সীরা কেউই অনুভব করিনা। অন্য দেশে ঘুরতে যাওয়ার মতই, বাবা কাকাদের ফেলে আসা দেশেও এমনি ঘুরতে যাওয়া যেতে পারে কোনো স্মৃতি রোমান্থন এর জন্য বোধহয় নয়", বলেছিলেন কলকাতার প্রথম রিফিউজি কলোনি বিজয়গড় এলাকার বাসিন্দা দ্বিতীয় প্রজন্মের উদ্বাস্তু সুদীপ্ত সেন রায়।

দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া মানুষদের ওপর গবেষণা করেন অনুসূয়া বসু রায় চৌধুরী। তাকে যখন একজন সাংবাদিক জানতে চেয়েছিলেন এই যে কেউ কলকাতার উপকণ্ঠে রিফিউজি কলোনি থেকে গেলেন আবার বহু মানুষকে আন্দামান ছত্রিশগড় উড়িষ্যা শরণার্থী শিবিরে পাঠানো হয়েছিল এছাড়া অন্য অনেক শহর থেকে অনেক দূরে শিবিরেই ভেদাভেদের কারণ কি ছিল? তাঁর মতে," সরকারি নথিতে কথা উল্লেখ থাকতো না কিন্তু কারা উচ্চবর্ণের মানুষ কারা তথাকথিত নিম্ন বর্গের সেটা বোঝার একটা উপায় ছিল সীমানা পেরোনো সময় একটা লক বুকে প্রত্যেক রিফিউজি কে নাম ধাম এর সাথে পেশা লিখতে হতো"

যখন কৃষি কাজকে পেশা হিসেবে লেখা হত তখনই বোঝা যেত যে তিনি নিম্নবর্গের মানুষ। সীমানা থেকে তারপরে যখন শিয়ালদা স্টেশনে মানুষ আসতেন সেখানে তিন ধরনের কার দেওয়া হতো একটা সাদা একটা নীল আরেকটা সবুজ। সাদা কার্ড সেই সব পরিবারকে দেওয়া হতো যারা উচ্চবিত্ত পুনর্বাসনে সরকারি সাহায্য লাগবে না। আরেক দল ছিল যাদের সরকার মনে করত কিছুদিন পর্যন্ত সরকারি সাহায্য প্রয়োজন। অ্যাশেজ দলে ছিলেন কৃষকরা এদের কোন সহায় সম্বল নেই সরকারকেই পুরোপুরি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে"এমনটাই মত প্রকাশ করেছেন অনুসুয়া বসু রায় চৌধুরী।

সুতরাং উপরে সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু সংখ্যা কমেনি বরং যত দিন এগোচ্ছে উদ্বাস্তুদের আগমনের সংখ্যাটাও বাড়ছে। অনেক উদ্বাস্তু নিজেদের মাথাগোঁজার স্থান করে নিতে পেরেছিল কিন্তু অনেক উদ্বাস্তু নিজেদের ঠিকমতো মাথা গোঁজার স্থান করে উঠতে পারেনি তাদের আমরা আজও বিভিন্ন রেলের প্লাটফর্মে দেখতে পাই এমনকি প্লাটফর্ম এর অন্তর্গত বিভিন্ন রেল কলোনি অস্তিত্ব আজও থেকে গেছে যেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উদ্বাস্তুরা জীবনের চাহিদা মেটানোর জন্য ক্রমাগত পরিস্থিতির সাথে লড়াই করে যাচ্ছে, তার সত্বেও তাদের যে ন্যূনতম প্রাপ্য থেকে তারা বরাবরই বঞ্চিত হয়েছে সরকার সর্বদায় তাদেরকে নিয়ে উদাসীন থেকেছে। অনেক উদ্বাস্তু পরিবারই নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ উদ্বাস্তু পরিবার নিজেদেরকে সঠিক জায়গায় প্রশিক্ষিত করতে পারেনি হয়তো অর্থাভাব বা অন্য কোনো পরিস্থিতি দায়ী ছিল। উদ্বাস্তুরা নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য আজও লড়াই করে চলেছে জীবন সংগ্রামের কাছে এবং বাস্তবতার কাছেও।

তথ্যসূত্র-

১. উদ্বাস্তু- হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা নং-১২,১৫

২. পলাশী থেকে পার্টিশন ও তারপর- শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা নং-৫৬৩।

৩. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রাম ও জীবনান্বেষণ. পৃষ্ঠা নং-৮৫,৮৭,৮৮,৯১.

৪. "রিফিউজি" থেকে ভারতীয় হয়ে ওঠার ৭০ বছর- অমিতাভ ভট্টশালী, বিবিসি বাংলা,১০ আগস্ট ২০১৭.

৫. উদ্বাস্তু জীবনের ফ্রেমবন্দী একাল -সেকাল- বিবিসি বাংলা,২৫জানুয়ারি ২০১৮।

৬. দেশভাগ ও দেশত্যাগ: পশ্চিম থেকে পূর্ব বঙ্গ- সঞ্জীবন মহলদার। পৃষ্ঠা নং-২৭

৭. হিন্দু সম্প্রদায় কেন বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে- সালাম আজাদ। পৃষ্ঠা নং-৯